সংবাদ

তারিখ 07 JUL 2010
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

ঢাকা : বুধবার ২৩ আষাঢ় ১৪১৭
Dhaka : Wednesday 7 July 2010

সম্পাদকীয়

ছাত্রলীগের সন্ত্রাস দমন করুন

গডফাদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গত সোমবার ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছে। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দু'পক্ষের আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ ঘটে। আগ্নেয়াস্ত্র ও দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে একপক্ষ অপরপক্ষের ওপর হামলা চালালে ছাত্র-শিক্ষকসহ প্রায় অর্ধশত আহত হয়েছে। একপক্ষের আহত ছাত্রলীগ কর্মীদের কয়েকজনকে অপরপক্ষের কর্মীরা চতুর্থ ও তৃতীয় তলা থেকে নিচে ফেলে দেয়। ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রক্টোরিয়াল বডির সদস্য ও পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেন। সিন্ডিকেট সভায় সংঘর্ষের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৭ জন ছাত্রকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। এদিকে একই অভিযোগে ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ১৩ কর্মীকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। সোমবারের ঘটনা তদন্তে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৫ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।

উল্লেখ্য, গত বছর জানুয়ারি মাসে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে তৎকালীন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। এরপর সেখানে ছাত্রলীগের কার্যক্রম এক মাসের জন্য স্থগিত রাখা হয়। আগের কমিটি বিলুপ্ত করে এ বছর ১৯ মে জাবিতে ছাত্রলীগের নতুন কমিটি করা হয়েছে। নতুন কমিটির মেয়াদ ২ মাসও পার হয়নি, এরই মধ্যে তারা অন্তর্কলহে লিপ্ত হয়েছে। এ অন্তর্কলহের মূলে রয়েছে হল দখল এবং টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি ইত্যাদির ওপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। শুধু জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ই নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের প্রায় সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের চেহারাটা এমনই। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে প্রায় প্রতিদিনই তারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছে। দখল, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসেই তাদের অপকর্ম থেমে থাকেনি। তারা হত্যা, নারী নির্যাতন, শিক্ষক লাঞ্ছনাসহ হেন কোন অপকর্ম নেই যে করেনি। তাদের কর্মকাণ্ড দেখে প্রশ্ন ওঠে, ছাত্রলীগ প্রকৃতই কোন 'ছাত্র সংগঠন' না-কি 'সন্ত্রাসীদের সংগঠন'। তাদের কর্মকাণ্ডে যদি কেউ ছাত্রলীগকে 'সন্ত্রাস লীগ' বলে তবে অত্যুক্তি হবে না।

গত দেড় বছরে সরকারের যা কিছু সাফল্য তার সিংহভাগই ছাত্রলীগের অপকর্মের কারণে ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। সরকার এ পর্যন্ত তাদের অপকর্মের বিহিত করার ব্যবস্থা যেমন- বহিষ্কার, তিরস্কার, কর্মকাণ্ড সাময়িক স্থগিত ইত্যাদি পদক্ষেপ নিয়েছে তা যথেষ্ট নয়। একে মহামারী রোগের 'টোটকা চিকিৎসা' বলা চলে। এখানে সরকারের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হতে বাধ্য। তারা কি প্রকৃতই ছাত্রলীগের সন্ত্রাস বন্ধ করতে চায়? ছাত্রলীগের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মেকি সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেয়ার চেয়ে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। এ জরুরি কাজে সরকারের গাফিলতি লক্ষণীয়। প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে আসলে সরকারের মধ্যে প্রভাবশালী একটি অংশ ছাত্রলীগের সন্ত্রাসে মদদ দিচ্ছে বলেই তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হয় না। আইওয়াশের জন্য দু'একজন পাতি ছাত্রলীগ কর্মীকে পুলিশ গ্রেফতার করলেও পরে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। গডফাদারদের বদৌলতে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা বহালতবিয়তেই আছে।

ছাত্রলীগের সন্ত্রাস দমনে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সেটি হচ্ছে, ছাত্রলীগের সন্ত্রাসের গোঁড়াকে খুঁজে বের করতে হবে। বহিরাগতদের মধ্যে লাগামহীন সন্ত্রাসের শেকড় না খুঁজে সরকারের ভেতরে দৃষ্টিপাত করতে হবে। সর্ষের মধ্যে ভূত আছে বলেই ছাত্রলীগের সন্ত্রাস রোগের নিরাময় ঘটছে না।